বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘরঃ একটি প্রস্তাবনা

উপস্থাপনায়
জনাব খুরশীদ আলম, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
ও চীফ ইনোভেশন অফিসার, বস্ত্র ও পাট
মন্ত্রণালয়।

নতুন কিছু উদ্ভাবন করার চিন্তা থেকে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের চীফ ইনোভেশন অফিসার জনাব খুরশীদ আলম, যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্য ‘বস্ত্র’ ও ‘পাট’ এর সমন্বয়ে একটি বিশেষায়িত জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ধারণা সভায় উপস্থাপন করলে উপস্থিত সকলে জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। এ ধরণের উদ্যোগ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ তবে, জাদুঘর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলে বস্ত্র ও পাট খাতের ঐতিহ্য তুলে ধরা এবং এই খাতের উন্নয়নে এই প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

প্রেক্ষিতঃ

❑ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ইনোভশন টিম মালয়েশিয়া সফরকালে মালয়েশিয়ার বস্ত্র জাদুঘর পরিদর্শন করে। এই সফরের মাধ্যমে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ইনোভেশন টিম বাংলাদেশে একটি বিশেষায়িত বস্ত্র ও পাট জাদুঘর স্থাপনের ধারনা লাভ করে।

❑ জুন, ২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকি উৎযাপনের বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে আলোচনাকালে ইনোভেশন টিমের প্রস্তাবিত **“বস্ত্র ও পাট জাদুঘর” এর নাম “বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর”** রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং **বঙ্গবন্ধুর** জন্ম শতবার্ষিকির কর্মসূচীতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। যা পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

National Textile Museum, Malaysia

ভুমিকাঃ

❑ জাদুঘর বর্তমানের সাথে অতীতের যোগসূত্র স্থাপন করে। একটি জাতির ঐতিহ্য খুঁজে পেতে হলে জাদুঘরের বিকল্প নেই। জাদুঘরে অতীতের ইতিহাস-ঐতিহ্য জীবন্ত হয়ে দর্শকের সামনে হাজির হয়। জাদুঘর একটি জাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস উপস্থাপন করে।

❑ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বস্ত্র ও পাট খাত। প্রস্তাবিত **বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে** এই খাত দুটির ইতিহাস, ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা, জনগনের আগ্রহ সৃষ্টি করা, বস্ত্র ও পাট খাতের উন্নয়ন, প্রচার, প্রসার ও বাজার সম্প্রসারন করা।

বস্ত্র ও পাট খাতের গুরুত্ব ও ঐতিহ্যঃ

❑ বাংলাদেশের বস্ত্র ও পাট খাতের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য। একসময় এ দেশের মসলিন, সিল্ক, রেশম, জামদানি ও তাঁতের বস্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাদৃত ছিল । বুননশীলতা, সুক্ষ্মতা আর নকশার পার্থক্যের জন্য মসলিনের আলাদা আলাদা নাম হত। এরমধ্যে মলোচিনা, মোনাচি, গঙ্গাজলি, ঝুনা, আব-ই-রোয়ান,শবনম, বদন খাস, মলবুস খাস, জামদানি নামের মসলিন উল্লেখযোগ্য। মসলিন কাপড় এত সুক্ষ্ম ছিল যে ৫০ মিটার দীর্ঘ কাপড় একটি দিয়াশলাই বাক্সে ভরা যেত। যা ছিল বিস্ময়!

১৭৮৩ সালে মেরি এন্টোইনেতে তাঁর বিখ্যাত মসলিন পোশাক পরিহিতা অবস্থায় চিত্রকর্ম

রাজকীয় ব্যক্তির জন্য মসলিনের তৈরী একখন্ড শাল।

❑ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৬ মার্চ, ২০১৯ জাতীয় পাট দিবসে বলেছেন, পাট গাছের কোন অংশই ফেলা যায় না। পাট পাতা খাওয়া হয়। পাট খড়ি থেকে পার্টেক্স, চারকোল উৎপাদন হচ্ছে। পাট থেকে পানীয়, ভিসকস, পরিবেশবান্ধব পাটের পলিথিন ব্যাগ উৎপন্ন হচ্ছে যা biodegradable। পাটের নানামূখী ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে পাট আবার ঘুরে দাড়িয়েছে। পাটকে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

❑ বাংলাদেশে পাট থেকে বর্তমানে মোট ২৮০ ধরনের পণ্য তৈরি হচ্ছে। সাধারন ব্যাগ ও বস্তার পাশাপাশি পাট দিয়ে এখন শাড়ি, জুতা, স্যান্ডেল, রুমাল, কাপড়, বিছানার চাদর, টুপি,ফুল, বিভিন্ন ফার্নিচার, তৈজষপত্র, পোশাক, শীতবস্ত্র, সোফা,ভেনিটি ব্যাগ,ছিকা, পুতুল, জেব্রা, ভেড়া, দোলনাসহ বিভিন্ন ধরনের কাগজ, হার্ডবোর্ড তৈরিতেও পাট ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও পাট দিয়ে পরিবেশ বান্ধব সোনালি ব্যাগ, বাক্সেট, বক্স, ভেনিটি ব্যাগ, কার্পেট, জুটম্যাট, মসজিদের মাদুর, জায়নামাজসহ সুন্দর সুন্দর পণ্য তৈরি হয় । পাটের তৈরি কাগজ, নোটবুক, পাট পাতার পানীয় এখন দেশের পাশাপাশি বিদেশেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সাধারণ জনগণ এ সকল তথ্য অবহিত নয়। জাদুঘরে উপরিক্ত পণ্যসমূহ প্রর্দশন করা হলে সকলের নিকট এ সম্পর্কে জানা সহজতর হবে।

বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর স্থাপনের যৌক্তিকতাঃ

১. বস্ত্র ও পাটের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গবেষণা সহজতর করাই **বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর প্রতিষ্ঠার** অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া জাদুঘর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বস্ত্র ও পাটের ক্রমবিকাশের রুপ জাতির সামনে উপস্থাপন করা যাবে। জাদুঘর সমাজের সেবায় ও উন্নয়নের জন্য একটি অলাভজনক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হলেও, জাদুঘর হচ্ছে প্রাণের উৎস। একটি জাদুঘর সেই দেশের জাতি ও মানুষকে উপস্থাপন করে।

২. উল্লেখ্য যে, **পাট সম্পর্কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন "এ যাবৎ বাংলার সোনালী আঁশ পাটের প্রতি ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা, ফড়িয়া-ব্যাপারীরা পাটচাষীদের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করেছে। পাটের মান, উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাটব্যবস্থা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে।"**

৩. জাদুঘরের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে বস্ত্র ও পাট খাতের ইতিহাস -ঐতিহ্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরা যাবে।

৪. বস্ত্র ও পাটের সকল পণ্যসমূহের ডিজাইন, নকশা এবং পণ্যের ডিসপ্লে এই জাদুঘরে প্রদর্শন করা যাবে।

৫. বস্ত্র ও পাট জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হলে গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি হবে ফলে পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধি ও নতুন নতুন পণ্য তৈরি হবে।

৬. বস্ত্র ও পাট জাদুঘর হবে একটি বিশেষায়িত জাদুঘর । পাট ও বস্ত্র শিল্পের বিকাশ, পাটের জীবন রহস্য আবিষ্কার, মসলিন, জামদানী'র ইতিহাস ও ঐতিহ্য এ সবই উপস্থাপন করা হবে জাদুঘরে।

৭. বস্ত্র ও পাট পণ্যের অনেক নক্সা হারিয়ে যাচ্ছে। এগুলি সংরক্ষণের জন্যে জাদুঘরের একটি অংশে আর্কাইভ স্থাপন করা হবে।

৮. বস্ত্র ও পাট পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য গবেষণাগার স্থাপন করা হবে। এর মাধ্যমে জাদুঘরে আগত দর্শকরা একদিকে বস্ত্র ও পাটের ইতিহাস- ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে অন্যদিকে ছাত্র, গবেষকরা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারবে, গবেষণা করতে পারবে। নতুন নতুন ফ্যাশন/ ডিজাইনের উদ্ভব ঘটবে যা বস্ত্র ও পাট খাতকে আরো সমৃদ্ধশালী করবে।

৯. পাট জাগ দেয়া, পাট প্রক্রিয়াকরণের পুরানো পদ্ধতি, বস্ত্র তৈরির পুরানো প্রক্রিয়াসহ আমাদের ঐতিহ্যগত পুরানো পদ্ধতিসমূহ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে। জাদুঘর স্থাপনের মাধ্যমে এ সম্পর্কে ভবিষ্যত প্রজন্মকে অবহিত করা সম্ভব হবে।

১০. পাটের ইতিহাস, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘর হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্র জাদুঘর

উল্লেখ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও বস্ত্র জাদুঘর আছে । এর মধ্যে যুক্তরাজ্যের Victoria & Albert Museum, Fashion Museum, ফ্রান্সের Musêe de la Mode et du Textile, MusêeGalliera , জাপানের Kyoto Costume Institute , স্পেনের Museo del Traje এবং কলকাতা বস্ত্র জাদুঘর বিখ্যাত।

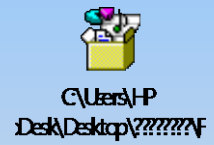

ফ্রান্স বস্ত্র জাদুঘর

স্পেন বস্ত্র জাদুঘর

যুক্তরাজ্য বস্ত্র জাদুঘর

কলকাতা বস্ত্র জাদুঘর

বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘরঃ প্রদর্শন পরিকল্পনা

❑ **বঙ্গবন্ধু কর্ণার:** এখানে বস্ত্র ও পাট বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন/ বিভিন্ন বক্তব্য/চিত্র ইত্যাদি বিষয়ে স্থিরচিত্র ও ডিজিটাল তথ্য চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে; পোষাকের বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব স্টাইল ছিল এবং তিনি সাধারণ পোষাক পড়তেন কিন্তু তার মধ্যেও আধুনিকতা, বাঙ্গালিয়ানা ও আভিজাত্যের ছাপ ছিল যা এখানে উপস্থাপন করা হবে।

❑ **বস্ত্র ও পাট পণ্যের বিবর্তন কর্ণার:** এখানে প্রাচীনকাল হতে বর্তমান পর্যন্ত তৈরি বস্ত্র ও পাট পণ্যের ধারাবাহিক প্রদর্শনীর পাশাপাশি এ সংক্রান্ত একটি ডিজিটাল তথ্য চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে ।

❑ **রেশম ও তাঁত বস্ত্র কর্ণার:** এখানে রেশম ও তাঁত বস্ত্রের প্রদর্শনীর পাশাপাশি তাঁত এবং রেশম বস্ত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপকরণ, স্থিরচিত্র , ডিজিটাল তথ্য চিত্র রাখা হবে ।

❑**মসলিন, জামদানি, সিল্ক কর্ণারঃ** এখানে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক/সামাজিক ব্যক্তিত্বদের ব্যবহৃত **মসলিন, জামদানি, সিল্ক** প্রদর্শন করা হবে ।

❑ **ব্যবহৃত বস্ত্র ও পাট পণ্য প্রদর্শন কর্ণার** : এখানে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক/সামাজিক ব্যক্তিত্বদের ব্যবহৃত বস্ত্র ও পাট পণ্য তথ্যসহ প্রদর্শন করা হবে ।

❑**স্থিরচিত্র কর্ণার:** বস্ত্র ও পাট পণ্যের বিবর্তন সংক্রান্ত স্থিরচিত্র রাখা হবে এ কর্ণারে ।

❑ **পেইন্টিংস কর্ণার:** বস্ত্র ও পাট পণ্যের বিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন পেইন্টিংস থাকবে এ কর্ণারে।

❑**আদিবাসি কর্ণারঃ** আদিবাসিদের ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্ত্র এবং বস্ত্র তৈরির বিভিন্ন উপকরণ উপস্থাপন করা হবে।

❑ এছাড়াও –

i. বঙ্গবন্ধু বস্ত্র ও পাট জাদুঘরে পাট বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন, বিভিন্ন বক্তব্য/চিত্র ইত্যাদি বিষয়ে একটি প্রদর্শনী কর্নার রাখা যেতে পারে। এছাড়া ধারাবাহিকভাবে এ দেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের পাট ও পাটপণ্য, ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন ধরনের শাড়ী, লুঙ্গি সহ অন্যান্য পোশাক, পোশাক তৈরীর উপকরণ, যন্ত্রপাতির সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা যেতে পারে। পাশাপাশি আধুনিক পোশাক,পোশাক তৈরীর উপকরণ,যন্ত্রপাতিও রাখা যেতে পারে।

ii. বস্ত্রশিল্পের মধ্যে রেশম ও তাঁত বস্ত্র তৈরির প্রক্রিয়া একটু ভিন্ন ধরনের। আবার বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠিও তাদের নিজস্ব পোশাকসহ বিভিন্ন ধরনের তাতেঁর বস্ত্র যেমন- থামি, লুঙ্গি, শাল, বিছানার চাদর, পিন্ধন, সিলুম,দকবান্দা,দকশাড়ি,দমী,রিক ইত্যাদি তৈরি করে থাকে। জাদুঘরে এসব তাঁত ও রেশম বস্ত্র প্রদর্শনের সাথে সাথে তাঁত এবং রেশম বস্ত্র উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন উপকরণ, স্থিরচিত্র , ডিজিটাল তথ্য চিত্র রাখা যেতে পারে।

অধিকন্তু জাদুঘর'টির প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রচার। ফলে এই উদ্দেশ্যটি বিবেচনায় রেখেই এর প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার রীতি নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। এর কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। যেমন:

- ❑এটা যেন একটি দর্শনীয় স্থান হিসাবেও কাজ করে ।
- ❑শিশুদের জন্য এটা একটা শিক্ষনীয় স্থান হতে হবে ।
- ❑ জাদুঘর এবং এর সংলগ্ন প্রাঙ্গন দেখতে যেন দৃষ্টিনন্দন হয় ।
- ❑এমিউজমেন্ট এবং রিফ্রেশিং এর ব্যবস্থা থাকতে হবে ।
- ❑প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড ।
- ❑ওয়ার্কশপ, সেমিনারের ব্যবস্থা ।
- ❑গবেষনামূলক কার্যক্রম ।
- ❑ফ্যাশন ডিজাইন ।
- ❑আর্কাইভ ।
- ❑স্থায়ী প্রদর্শন কেন্দ্র ।
- ❑ইত্যাদি

প্রত্যাশিত ফলাফলঃ

- বস্ত্র ও পাট খাতের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং বর্তমান অবস্থা সাধারন মানুষের কাছে পৌছানো ।

- দেশী- বিদেশী পর্যটক আকৃষ্ট হবে যা দেশের পর্যটন খাতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনবে ।
- সকলের সামনে সহজে পণ্য পরিচিতি উপস্থাপন করা যাবে ফলে বস্ত্র ও পাট খাতের বানিজ্যিক সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে ।

- নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে ।

- ফ্যাশন ডিজাইনের নতুন নতুন ধারনার সৃষ্টি হবে ।

- গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি হবে।

- আর্কাইভ থাকবে যাতে কোন ডিজাইন বা নকশা হারিয়ে না যায়।

‘জাদুঘরে আরোও যে সমস্ত বিষয়সমূহ অন্তভূর্ক্ত হবেঃ

❑গুটি পোকা থেকে কিভাবে সিল্ক উৎপাদন হয় তার একটি জীবন প্রক্রিয়া।

❑ জাদুঘর সংলগ্ন এলাকায় স্থায়ী পণ্য প্রদশর্নী ও বিক্রয় পল্লী সৃষ্টি করা যেতে পারে ।

❑ জাদুঘর সংলগ্ন এলাকায় এ সংক্রান্ত একটি লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে ।

❑ বিভিন্ন কাপড় ও পাট পণ্যের নক্সা সংরক্ষণের জন্য একটি আর্কাইভ স্থাপন । করা যেতে পারে।

❑পাট ও বস্ত্র পণ্যের বিবর্তন ।

❑বস্ত্র ও পাটের ঐতিহাসিক ব্যবহার ।

❑স্বনাম ধন্য ব্যক্তিত্বদের ব্যবহৃত পণ্য ।

❑জামদানি ও অন্যান্য তাঁত বস্ত্র উৎপাদন প্রক্রিয়া ।

❑ইত্যাদি

ধন্যবাদ